তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৯

**আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট অসুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার ২০২০-২১ কর বছরে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা (যা Tax Day নামে সংজ্ঞায়িত)   
৩০ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

#

নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৮

**১০০ দিনব্যাপী দেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা**

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ আয়োজন করা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে জানার চর্চায় সকলকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১ ডিসেম্বর ২০২০ হতে ১০ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১০০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য এই কুইজ প্রতিযোগিতার স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সাংবাদিকবৃন্দকে অবহিত করেন। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুরাদ হাসান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ড. আহমদ কায়কাউস, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব মোঃ আফজাল হোসেন, অ্যাসোসিয়েশন অভ্‌ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এ্যাটকো) এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোজাম্মেল বাবু, প্রিয় ডটকম এর সিইও জাকারিয়া স্বপন, প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকগণ এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত এই কুইজ প্রতিযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ রাত ০০:০১ মিনিটে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। অ্যাপ ডাউনলোড অথবা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট <https://mujib100.gov.bd> A\_ev <https://quiz.priyo.com> ব্যবহার করতে হবে। একজন প্রতিযোগী একটি আইডি দিয়ে প্রতিটি কুইজে একবার অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে নাম, ঠিকানা, ছবি, ফোন নাম্বার, ইমেইল/সোশ্যাল মিডিয়া আইডি ব্যবহার করতে হবে যা বিজয়ীদের ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের সাথে যাচাই করা হবে। একজন প্রতিযোগীকে একবার নিবন্ধন করলেই চলবে। পূর্বে নিবন্ধন করে থাকলে নতুন করে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। ভুল তথ্য দিয়ে অংশগ্রহণ করলে তাকে পরবর্তীতে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে। প্রতিযোগিতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর এমসিকিউ পদ্ধতির প্রশ্ন দেয়া হবে। প্রতিদিন একটি নতুন কুইজ থাকবে এবং কুইজের মেয়াদ ২৪ ঘণ্টা (০০:০১ মিনিট হতে ২৩:৫৯ মিনিট পর্যন্ত)। প্রতিদিন সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে লটারির মাধ্যমে ১০০ জন বিজয়ীর সকলে পাবেন ১০০ জিবি করে মোবাইল ডাটা এবং তাদের মধ্যে প্রথম ৫ জন পাবেন স্মার্টফোন। এছাড়া পুরো প্রতিযোগিতায় গ্রান্ড প্রাইজ হিসেবে থাকবে মোট ১০০টি ল্যাপটপ। যারা যত বেশি সঠিক উত্তর দিবেন তাদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি হবে। বিজয়ীদের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট এবং প্রতিযোগিতার অ্যাপে প্রকাশ করা হবে। প্রতিযোগিতার নির্ধারিত অ্যাপ অথবা ওয়েবসাইটে লগইন করে কুইজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনও রকম স্ক্রিপ্ট বা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করলে তাকে অযোগ্য বিবেচনা করা হবে। এই কুইজ প্রতিযোগিতার বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে ‘প্রিয় ডটকম’। প্রতিযোগিতার পরিচালনা, ফলাফল ও পুরস্কার সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের এবং কুইজ প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারবর্গ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। পুরস্কার প্রদানের সময় ও পদ্ধতি পরে জানিয়ে দেয়া হবে। বঙ্গবন্ধুকে আরও বেশি করে জানার চর্চায় সম্পৃক্ত হয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/২০৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৭

**বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে যোগ্য জনবল গড়ে তোলার তাগিদ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন বাস্তবায়নে যোগ্য ব্যবস্থাপক ও জনবল গড়ে তোলার তাগিদ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। তিনি বলেন, দেশীয় শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে যোগ্য স্থানে যোগ্য লোককে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বেশ কিছু শিল্প কারখানার মালিক হলেও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার অভাবে এগুলো লাভজনক করা যায়নি। এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু শিল্প কারখানার উন্নয়নে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস গঠন করেছিলেন।

শিল্পমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অভ্ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) আয়োজিত 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ ব্যবস্থাপনা : বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দর্শন' শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ প্রফেশনালস (বিইউপি)'র বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এতে মুখ্য আলোচক হিসেবে বক্তৃতা করেন। বিআইএম 'র মহাপরিচালক তাহমিনা আখতার সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল কাজে লাগাতে বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। এ লক্ষ্যে যুবগোষ্ঠীকে কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর জাতির পিতা শ্রমিক জনতার স্বার্থে পরিত্যক্ত শিল্প কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কারখানাগুলোর ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার অভাবে কারখানাগুলো অলাভজনকে পরিণত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প কারখানাগুলোকে লাভজনক করতে কারখানার শীর্ষ পদে দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিতে হবে।

এর আগে শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অভ্‌ ম্যানেজমেন্ট ভবনে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'-এর উদ্বোধন করেন। বিআইএম 'র মহাপরিচালক তাহমিনা আখতারসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিআইএম'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৫

**ভাস্কর্যকে মূর্তির সাথে তুলনা করা বিভ্রান্তি-উস্কানির অপচেষ্টা মাত্র**

**----তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

‘ভাস্কর্যকে মূর্তির সাথে তুলনা করে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও উস্কানি দেয়ার অপচেষ্টা পরিহার করুন’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। এসময় ‘বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যকে মূর্তি বলে এর বিরুদ্ধে কথা বলছেন কেউ কেউ, কিন্তু জিয়াউর রহমানের ভাস্কর্য নিয়ে তারা কিছু বলছেন না কেন’ এ প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বের আর সব দেশের মতো আমাদের দেশেও অনেকের ভাস্কর্য বহু বছর আগে নির্মিত হয়েছে। তখন কিন্তু কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। এখন এটি নিয়ে প্রশ্ন করা মানে এটি নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা। আর আমরা প্রথম থেকেই বলে এসেছি, ভাস্কর্য আর মূর্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। একটি মহল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভাস্কর্যকে মূর্তির সাথে তুলনা করে সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’

পুরো পৃথিবী এমনকি যদি ইসলামী দেশগুলোর দিকেই তাকাই, তাহলেও আমরা দেখতে পাই, ইরানে যেখানে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ভাস্কর্য আছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ইরাকেও রাস্তায় রাস্তায় ভাস্কর্য আছে। তুরস্কে সেখানে ইসলামী ডানপন্থী দলই ক্ষমতায়, সেখানে প্রেসিডেন্ট এরদোগানের ভাস্কর্য আছে। পৃথিবীর অন্যান্য ইসলামী দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নানা ভাস্কর্য এমনকি সেখানকার শাসকদের ছবি সংবলিত ভাস্কর্যও রাস্তায় রাস্তায় আছে।

সৌদি আরবের উদাহরণ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সৌদি আরবে আমাদের মক্কা শরীফ, মসজিদে নববী অবস্থিত, সেখানে জেদ্দাসহ বিভিন্ন শহরে ঘোড়া, উট এমনকি সৌদি প্রশাসকদের ছবি সংবলিত ভাস্কর্য আছে। এছাড়া জেদ্দায় পৃথিবীর বিখ্যাত ভাস্করদের দিয়ে ভাস্কর্য বানিয়ে তৈরি করা হয়েছে স্কাল্পচার মিউজিয়াম, যার আরবীয় নাম হচ্ছে আল-হামরা। নারী-পুরুষ, জীবজন্তুসহ বহুকিছুর ভাস্কর্য সেখানে আছে।’

তুরস্কে কবি ফেরদৌসি, সেখ সাদী, হযরত জালাল উদ্দীন রুমী’র ভাস্কর্য আছে, এমনকি সেখানে মসজিদের সামনেও ভাস্কর্য আছে, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

ভাস্কর্য একটি দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি- ইতিহাসের অংশ বলেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এ নিয়ে সৌদি আরবেও কেউ প্রশ্ন তোলেনি। আর যারা পাকিস্তানি ভাবধারায় এ নিয়ে প্রশ্ন করছেন, তাদের অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাবো, তাদের পূর্বপুরুষরা বা তারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের জন্য লড়াই করেছিলেন কিংবা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তাদের সেই সাধের পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহ’র ভাস্কর্য আছে, কবি ইকবালের ভাস্কর্য আছে, লিয়াকত আলী খানসহ আরো বহুজনের ভাস্কর্য আছে। সেখানেও কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি।

চলমান পাতা-২

পাতা-২

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী বলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা নেবার আগে উপমহাদেশে সরকারি ভাষা ছিল ফার্সি এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে উর্দু ভাষা চালু করা হয়েছিল। ইংরেজ শাসনের শুরুতে তারা ইংরেজি চালু করলো, সরকারি ভাষা হয়ে গেল ইংরেজি। আজকে যারা ভাস্কর্য নিয়ে কথা বলছে তাদের মতো অনেকেই তখন ইংরেজি শিক্ষাকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিল। এবং এই ফতোয়া দেয়ার কারণে কিন্তু বহু বছর অনেক মুসলিম ইংরেজি শেখেনি, সে কারণে উপমহাদেশে মুসলিমরা চাকুরিতে পিছিয়ে গিয়েছিল।

ড. হাছান বলেন, আবার যখন মানুষ চাঁদে গেল, তখন অনেকে ফতোয়া দিয়েছিল মানুষ চাঁদে গেছে এটি বিশ্বাস করা হারাম, শিরক। যখন টেলিভিশন চালু হলো, অনেকে টেলিভিশন দেখা হারাম বলেছিল। আবার অনেকে হজে যাওয়ার সময় ছবি দিয়ে দরখাস্ত করা যাবে না, এটা বলেও বিতর্ক তৈরি করা হয়েছিল। এখন যারা এই সমস্ত কথা বলেন, তারা কিন্তু টেলিভিশনে বক্তব্য দেন, টেলিভিশনে বক্তব্য তাদেরটা গেলে তারা খুশি হন এবং তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও নানা ধরণের পোস্ট দেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যারা এই সমস্ত কথা বলে সমাজকে বিভ্রান্ত করতে চায়, আমি আশা করবো, এ ধরণের বিভ্রান্তিমূলক, উস্কানিমূলক বক্তব্য তারা পরিহার করবেন। এগুলো কখনো জনগণ মেনে নেয়নি, মেনে নেবে না। এসবের বিরুদ্ধে জনগণ বক্তব্য দিয়েছে। এ ধরণের উস্কানিমূলক বক্তব্য যদি ক্রমাগতভাবে দেয়া হতে থাকে সেক্ষেত্রে সরকার নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। বাংলাদেশে কোনো মৌলবাদের স্থান নেই, কোনো জঙ্গিবাদের স্থান নেই।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী জানান, তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তিসাপেক্ষে অনলাইন নিউজপোর্টাল নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২০/১৯২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮৪

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

শুরু হয়েছে ১০০ দিনব্যাপী দেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ। ১০০ দিনে রয়েছে ১০,০০০ আকর্ষণীয় পুরষ্কার (ল্যাপটপ, স্মার্টফোন ও মোবাইল ডেটা)। রেজিস্ট্রেশনের জন্য [https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা <https://quiz.priyo.com> এ ভিজিট করুন। আয়োজনে: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।

#

মোহসিন/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবণী নম্বর : ৪৫৮৩

**এডিপি বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি জাতীয় অগ্রগতির হারের চেয়ে বেশি**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

এডিপি (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি) বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি ১৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ, যা জাতীয় অগ্রগতি ১২ দশমিক ৭৯ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৮৫ পয়েন্ট বেশি।

আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

ভূমিমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজের গতি আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সকলকে আরও দক্ষতার সাথে কাজ করে জনগণের আস্থা ধরে রাখতে হবে। জাতিসংঘ পুরস্কার প্রাপ্তির পর এ দায়িত্ব আরও বেড়েছে।

ভূমি সচিব মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী, ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান উম্মুল হাছনা, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর ও সংস্থার প্রধান, বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালক সহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

নাহিয়ান/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮২

**ডিসেম্বরের মধ্যেই পূর্বাচলের আদি অধিবাসীরা প্লট পাবেন**

**-- গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকার আদি অধিবাসী ও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

আজ সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পূর্বাচল আবাসিক প্রকল্পে আদি অধিবাসীদের জন্য প্লট বরাদ্দ বিষয়ক এক সভায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং রাজউকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া সমাপ্ত করার জন্য প্রতিমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন। যে সকল প্লট মালিকানা পরিবর্তন বা অন্য কোন কারণে খালি হয়েছে সেগুলোর তালিকা প্রস্তুত করতে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কেউ একটি প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পর অন্য কোন প্লটের জন্য আবেদন করেছেন। পরে তার নামে আরেকটি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হলেও পূর্বের বরাদ্দ বাতিল করা হয়নি। এ ধরনের তথ্য হালনাগাদ পূর্বক খালি থাকা প্লটের একটি ডাটাবেজ প্রস্তুতির জন্য তিনি পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের পরিচালক এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া বাণিজ্যিক প্লট বরাদ্দ প্রদান বিষয়ে হাইকোর্টে চলমান মামলার ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে গাজীপুর -৫ আসনের সংসদ সদস্য মেহের আফরোজ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রেজাউল/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবণী নম্বর : ৪৫৮১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৫ হাজার ৩৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৫২৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩২ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৫জন-সহ এ পর্যন্ত ৬ হাজার ৬৪৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৩ লাখ ৮০ হাজার ৭১১ জন।

#

হাবিবুর/ফারহানা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২০/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮০

**দাপ্তরিক কাজ শুরু করলেন নতুন তথ্যসচিব খাজা মিয়া**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

আজ থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজ শুরু করলেন নবনিযুক্ত তথ্যসচিব খাজা মিয়া। প্রথম কর্মদিবসে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও ঊধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

গত বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে পদোন্নতিপূর্বক তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োগ প্রদান করে প্রজ্ঞাপন জারী করে। এর আগে তিনি বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পদে সাফল্যের সাথে দায়িত্বপালন করেন।

খাজা মিয়া ১৯৯১ সালে ১০ম বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। পরে তিনি সিলেট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ম্যাজিস্ট্রেট এবং বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ থানায় সহকারি কমিশনার (ভূমি) হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৯৯ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত নরসিংদী জেলায় এনডিসি হিসেবে তিনি কাজ করেন। রাজবাড়ি, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্বপালন শেষে ২০০৩ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে যোগদান এবং পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে কাজ করেন।

২০১৫ সালে খাজা মিয়া সিঙ্গাপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পান। পরে তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে যোগদান করেন। স্থানীয় সরকার   
বিভাগে কর্মকালীন সময়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ওয়াটার সাপ্লাই ও সেনিটেশন বিষয়ক ইন্টারকান্ট্রি ওয়ার্কিং গ্রুপের (ICWG) বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে ২ বছরের অধিক সময় দায়িত্বপালন করেন। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অবস্থিত ইনফরমেশন এন্ড কমিনিউকেশন ইউনিভার্সিটি (ICU) তে টেলিকমিউনিকেশন এন্ড নেটওয়ার্কিং ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর্স সম্পন্ন এবং কইকা ও জাইকার আয়োজনে যথাক্রমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা ও ওয়াটার সাপ্লাইয়িং বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সর্বশেষ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ডিউক ইউনিভার্সিটি হতে স্ট্রেন্থদেনিং অভ বিসিএস এডমিন ক্যাডার অফিসার্স বিষয়ক কোর্স সম্পন্ন করেন।

সরকারি দায়িত্বপালনের অংশ হিসেবে তিনি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ ইউরোপ ও এশিয়ার প্রায় ৩০টি দেশ সফর করেন। খাজা মিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ হতে অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কামরুন নাহার গতকাল সরকারি চাকরি থেকে অবসরে গিয়েছেন।

#

পরীক্ষিৎ/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭৯

**ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা ৮ ডিসেম্বর**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর):

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ৮ ডিসেম্বর রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আয়োজন করতে যাচ্ছে অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধনের শেষ সময় ৭ ডিসেম্বর রাত ১২টা।

প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় বিজয়ীর জন্য পুরস্কার থাকছে ১টি করে ল্যাপটপ। ৪র্থ থেকে ১২ তম বিজয়ীগণ পাবেন স্মার্ট ফোন।

প্রতিযোগিতার বিষয় ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে quiz.digitalbangladesh.gov.bd ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, আগামী ১২ ডিসেম্বর সারাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২০ পালন করা হবে।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১৬৩০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭৮

**ভাস্কর্য অপসারণের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে**

**- তথ্য প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর) :

তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেছেন,  যে সমস্ত উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি গোষ্ঠী জাতির পিতার ভাস্কর্য অপসারণের নামে দেশকে পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রতিহত করতে সকল প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সারথি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের চেতনায় এবং প্রেরণায় দেদীপ্যমান দ্বীপশিখা হয় থাকবেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু একাডেমি আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন।

ডা. মুরাদ বলেন, দেশ যখন উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তখন যারা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য নৈরাজ্যের পথ বেছে নেয় সেই অপশক্তির মুখোশ উন্মোচন করে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

সংগঠনের সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন সাবেক মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, আওয়ামী লীগ নেতা কামাল চৌধুরী, এড. বলরাম পোদ্দার প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহবুবুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭৫

**বিশ্ব এইডস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর):

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বিশ্ব এইডস দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব এইডস দিবস-২০২০’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের প্রতিপাদ্য ‘সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব’ (Global Solidarity, Shared Responsibility) অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এইডস একটি মরণঘাতী রোগ। বাংলাদেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার কম হলেও ভৌগোলিক অবস্থান, অসচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য এইডস এর ঝুঁকি যথেষ্ট প্রবল। তাই প্রতিকারের পাশাপাশি এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও আচরণ পরিবর্তনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। এইডসের কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার না হলেও বর্তমানে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এ রোগের প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং আমৃত্যু এ চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হয়। তাই এইডস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সহজলভ্য এবং মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে - এ প্রত্যাশা করি।

সরকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে এইডস আক্রান্তদের বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও এইডস প্রতিরোধে সামাজিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে এইডস নির্মূল করতে হলে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই জরুরি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা এবং গণমাধ্যমসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘বিশ্ব এইডস দিবস-২০২০’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৭৬

**বিশ্ব এইডস দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৫ অগ্রহায়ণ (৩০ নভেম্বর):

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘বিশ্ব এইডস দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব এইডস দিবস-২০২০’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব (Global Solidarity, Shared Responsibility) বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমাদের সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) এইচআইভি/এইডস বিষয়ক লক্ষ্য অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ হতে এইডস রোগটি নির্মূল করার জন্য জাতিসংঘের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা এইডস নির্মূল করতে সক্ষম হবো। আমরা প্রতিটি এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ফলে সম্পূর্ণ সরকারি ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে এইচআইভি সনাক্তকরণ পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিনামূলো এইডস এর চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার ০.০১% এর নিচে। এ হার শূন্যে নামিয়ে আনতে এবং এইডস আক্রান্তদের প্রতি সকল বৈষম্য রোধ করে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যখাতে ‘রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবো-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি ‘বিশ্ব এইডস দিবস-২০২০’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/খোরশেদ/২০২০/১০৪০ ঘণ্টা